আপনার নিরব থাকার অধিকার আছে

আইন প্রয়োগকারী সংস্থার ক্ষমতা বনাম
আপনার অধিকার সংক্রান্ত নির্দেশিকা

— national lawyers guild —

ন্যাশনাল ল'ইয়ারস্ গিল্ড

আমার কি কি অধিকার আছে?

আপনি নাগিরক হোন বা না হোন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান অনুযায়ী আপনার মানবিক অধিকার আছে। পঞ্চম সংশোধনী অনুযায়ী প্রতিটি মানুষের নিরব থাকার অধিকার আছে। পুলিশ অথবা কোনো আইন প্রয়োগকারী সংস্থার প্রতিনিধির প্রশ্নের জবাব না দেওয়ার অধিকার আপনার আছে। চতুর্থ সংশোধনীতে আপনার বাড়ী বা কাজের জায়গা তল্লাসী করার সরকারী ক্ষমতার উপর সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে, যদিও আইনের ব্যাতিক্রম ও নতুন নতুন আইনের মাধ্যমে নজরদারী করার ক্ষমতাকে বাড়িয়েছে। প্রথম সংশোধনীতে আপনার সামাজিক পরিবর্তনের জন্য মুক্ত ভাবে কথাবলার অধিকারকে সংরক্ষণ করা হয়েছে। যাই হোক, আপনি যদি নাগরিক না হল তবে আপনার রাজনৈতিক মতাদর্শের কারণে হোমল্যান্ড সিকিউরিটিআপনাকে তাদের লক্ষ্য বানাতে পারে।

মুক্ত মতামতের জন্য রুখে দাঁড়ানো

রাজনৈতিক ভাবে সক্রিয় ব্যাক্তিদের বিরুদ্ধে সরকারের লড়াই, মূলত যুগ যুগান্তরের মুক্ত ভাবনার কার্যক্রম যেমন ধর্মঘট, প্রতিবাদ, তৃনমূল সংগঠন ও সংঘবদ্ধতাকে ব্যাহত করার উদ্দেশ্যে।

মনে রাখবেন FBI-এর প্রতিনিধি এবং অন্যান্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কর্মচারী, যারা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য দ্বারা সংঘবদ্ধতাকে এবং মুক্ত মতামতের কার্যক্রমকে লক্ষ রাখছে, তাদের ভয় দেখানোর পদ্ধতির বিরুদ্ধে আপনার রুখে দাঁড়ানোর অধিকার আছে। এই পদ্ধতির বিরুদ্ধে আপনার ও অন্যদের অধিকারের সুপরিকল্পিত প্রতিবাদ ও দৃঢ় প্রতিরক্ষা সুফল এনে দিতে পারে। এসব ক্ষেত্রে যেসব মানুষ সাহসী পদক্ষেপ নিতে পারবে, তারাই ভবিষ্যতে সরকারের অত্যাচারের প্রতিরক্ষা সুবিধাজনক করে তুলবে৷ সরকারের এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো ন্যাশনাল ল'ইয়ারস্ গিল্ডের দীর্ঘ দিনের ঐতিহ্য। ম্যাকার্থির সময়কাল থেকেই এই সংগঠনটি একটি বিধ্বংসী সংগঠন হিসেবে পরিচিত। তাই FBI-এর নজরদারী আর খবরদারীর আওতায় ছিলো অনেক বছর। ব্ল্যাক প্যান্থার পার্টির যেসব সদস্য আমেরিকান ইন্ডিয়ান আন্দোলন এবং পোর্তোরিকোর স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় FBI- এর লক্ষ্য ছিলো, গিল্ডের

আইনজীবিরা তাদের স্বপক্ষে দাঁড়ায়। ৰজ্মজ্জ্বজ্জ--এ কোইন্টেলপ্রো শুনানীর সময় FBI-এর যে গোপন নজরদারী, অনুপ্রবেশ এবং নাশকতার পদ্ধতিগুলো ন্যাশনাল ল'ইয়ারস গিল্ড উন্মোচন করে দেয়। ১৯৮৯ সালে NLG অন্যান্য সংস্থা ও গিল্ডের পক্ষ থেকে মামলা করে যা, আন্দোলন চলাকালীন FBI-এর গুপ্তচর বৃত্তির বৃত্তান্ত প্রকাশ করতে বাধ্য করে। FBI আনুমানিক ৪০০০০০ পৃষ্ঠার একটি ফাইন গিল্ডের নিকট হস্তান্তরতর করে। যা এখন নিউইয়র্ক ইউনিভার্সিটির টেমিমেন্ট পাঠাগারে রক্ষিত আছে।

যদি ঠ্টট প্রতিনিধি বা পুলিশ আমার সঙ্গে যোগাযোগ করে?

যদি আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার প্রতিনিধি বা পুলিশ আমার দরজায় আসে?

পুলিশ অথবা আইন প্রয়োগকারী সংস্থার প্রতিনিধিকে ভেতরে ঢুকতে দেবেন না। কোনো প্রশ্নের জবাব দেবেন না। বলে দেবেন আপনি তাদের সঙ্গে কথা বলতে আগ্রহী না। জানিয়ে দিন আপনার আইনজীবি আপনার পক্ষ হয়ে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবে। আপনি বাইরে এসে দরজাটা এমন ভাবে টেনে দেবেন যাতে আপনার ঘরের বা অফিসের ভিতরটা না দেখা যায়, এরপর তাদের সঙ্গে কথা বলুন। তাদের সঙ্গে কিভাবে যোগাযোগ করবেন জেনে নিন বা তাদের বিজনেস কার্ড নিয়ে ভেতরে ঢুকে যান। এর পর তারা নিশ্চই প্রশ্ন করা বন্ধ করবে। যদি তারা আপনার সঙ্গে যোগাযোগের কারণ জানায়, তা নোট করে নিন এবং আপনার আইনজীবির সঙ্গে কিভাবে যোগাযোগ করবে জানিয়ে দিন। আপনি যা কিছুই বলুন না কেন, আপাত দৃষ্টিতে তা যতই তুচ্ছ কথা হোকনা কেন, তা ভবিষ্যতে আপনার অথবা অন্য কারো বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হবে। সরকারী প্রতিনিধির সঙ্গে মিথ্যে বলা বা বিভ্রান্ত করা অপরাধ। আপনি যত বেশী কথা বলবেন সরকারী আইন প্রয়োগকারী সংস্থার প্রতিনিধিরা ততই বের করার সুযোগ পাবে (আপনি যদি উদ্দেশ্য প্রনোদিত ভাবে নাও বলেন) যে আপনি ভুল তথ্য দিচ্ছেন এবং প্রমাণ করবে আপনি সরকারী প্রতিনিধির সঙ্গে মিথ্যে বলেছেন।

আমাকে কি প্রশ্নের জবাব দিতে হবে?

আপনার নিরব থাকার সাংবিধানিক অধিকার আছে। প্রশ্নের জবাব না দিতে চাওয়া অপরাধ নয়। আপনি যদি গ্রেপ্তার হন বা জেলে থাকেন তবু আপনাকে কারো সঙ্গে কথা বলতে হবে না। আপনি আত্মবিশ্বাসের সাথে স্পষ্ট করে বলে দেবেন আপনি নিরব থাকতে চান এবং আইনজীবির সঙ্গে পরামর্শ করতে চান। শুধু আইনজীবির সঙ্গে দেখা করার অনুরোধ জানাবেন তারপর আর কিছু বলবেন না। সম্প্রতি সুপ্রিমকোর্ট আইন জারি করেছে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার প্রশ্নের উত্তর দিলে আপনার নিরব থাকার অধিকার হারাতে পারেন। অতএব আপনার অধিকারে স্বপক্ষে সোচ্চার হোউন এবং তা বজায় রাখুন। একমাত্র বিচারকই আপনাকে প্রশ্নের উত্তর দিতে নির্দেশ দিতে পারেন। কিছু কিছু স্টেটে এর ব্যাতিক্রম হতে পারে, "স্টপ এন্ড আইডেন্টিফাই" অবস্থার সৃষ্টি হলে আপনার পরিচয়পত্র দেখাতে হতে পারে অথবা আপনার নাম বলতে হতে পারে, যদি আপনি কোনো অপরাধ করেছেন বলে আপনাকে যুক্তিযুক্ত ভাবে সন্দেহের কারনে আটক করা হয়। আপনি যে শহরে থাকেন সেখানকার আইনজীবি আপনাকে সে শহরের আইন-কানুন সম্পর্কে পরামর্শ দিতে পারবে।

আমার নাম কি বলতেই হবে?

যেমন উপরে উল্লেখ করা হয়েছে, কিছু কিছু স্টেটে আপনি শুধুমাত্র নাম না বলার কারণে গ্রেপ্তার হতে পারেন। আবার সব স্টেটের পুলিশ সবসময় আইন মানে না। সেক্ষেত্রে আপনি নাম না বল্লে আরো সন্দেহজনক হবে এবং পুলিশকে ক্ষেপিয়ে তুলবে। পরিণতিতে আপনি বিনাকারণে গ্রেপ্তার হতে পারেন। অতএব আপনার বুদ্ধি-বিবেচনা খাটাতে হবে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে মিথ্যে নাম বলা অপরাধ বলে গণ্য করা হয়।

আমার কি আইনজীবি প্রয়োজন আছে?

আপনি আইন প্রয়োগকারীদের প্রশ্নের জবাব দেবার আগে আইনজীবি নিতে পারেন। যেকোনো প্রশ্নের জবাব দেবার আগে আইনজীবি নেওয়া ভালো। যেকোনো ইন্টারভিউতে আইনজীবি আপনার সঙ্গে থাকতে পারে, সে অধিকার আপনার আছে। আইনজীবির কাজ হলো আপনার অধিকার সংরক্ষণ করা। যখনই আপনি বলবেন আপনি আইনজীবি নিতে চান, তখনই আইন প্রয়োগকারী সংস্থার লোক আপনাকে জেরা করা বন্ধ করতে বাধ্য এবং আপনার সঙ্গে যেকোন যোগাযোগ আইনজীবির

মাধ্যমে করবে। আপনার যদি আইনজীবি না থেকে থাকে তবু আপনি বলতে পারেন কথাবলার আগে কোনো আইনজীবির সঙ্গে কথা বলতে চান। যে তদন্তকারী আপনাকে পরিদর্শন করতে এসেছে তার নাম, এজেন্সি এবং ফোন নম্বর নিতে ভুলবেন না এবং তা অবশ্যই আপনার আইনজীবিকে দেবেন। সরকার আপনাকে বিনা মূল্যে কোনো আইনজীবি দেবে না যদি আপনার বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অপরাধের অভিযোগ না আনা হয়। কিন্তু NLG অথবা অন্য আরো সংস্থা আছে যারা আপনাকে বিনা খরচে অথবা স্বল্প খরচে আইনজীবি পেতে সাহায্য করতে পারে৷

আমি যদি কোনো প্রশ্নের জবাব দিতে অস্বিকার করি অথবা বলি আমি আইনজীবি নিতে চাই, সে ক্ষেত্রে এমন মনে হবে না কি যে, আমি কিছু লুকানোর চেষ্টা করছি?

আপনি আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে যাই বলেন না কেন, তা আপনার বিরুদ্ধে অথবা অন্যদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করবেই। আপনি ধারণাই করতে পারবেন না আপনার একটি নিরিহ উক্তির দ্বারা কিভাবে আপনাকে অথবা অন্যকে আঘাত করা হবে। অতএব সংবিধান অনুযায়ী নিরব থাকাটা মৌলিক অধিকার। মনে রাখবেন আইন প্রয়োগকারী সংস্থার লোকেরা আপনার সঙ্গে মিথ্যে বলার অধিকার রাখে অথচ আপনি মিথ্যে বল্লে অপরাধ, কিন্তু নিরব থাকলে অপরাধ হবে না। সবচেয়ে নিরাপদ হলো এই বলা, "আমি নিরব থাকতে চাই" অথবা "আমি আমার আইনজীবির সঙ্গে কথা বলতে চাই" অথবা "আমি তল্লাসীর জন্য রাজি নই"। আইন প্রয়োগকারী সংস্থার লোকেরা সব সময় আপনাকে আটকানোর চেষ্টা করবে। বলবে "আপনার যদি কিছু লুকানোর না থাকে তবে কথা বলতে অসুবিধা কি?" অথবা কথা বল্লেইতো সব পরিস্কার হয়ে যায়"। আসল কথা,ওরা যদি প্রশ্ন করতে শুরু করে তবে আপনাকে দোষী প্রমাণ করতে চেষ্টা করবে অথবা আপনার চেনা কাউকে, যে রাজনৈতিক ভাবে সচেতন। আপনার নিরাপত্তা ও অধিকারের জন্য আপনাকে দৃঢ়ভাবে দাঁড়াতে হবে এবং প্রশ্নের জবাব দিতে অস্বিকার করুন।

আইন প্রয়েগাকারী সংস্থার প্রতিনিধিরা আমার বাড়ী অথবা অফিস তল্লাসী করতে পারে কি?

আপনি পুলিশ অথবা অন্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থার প্রতিনিধিকে আপনার বাড়ীতে বা অফিসে ঢুকতে দিতে বাধ্য নন, যদি না তাদের বৈধ তল্লাসীর পরোয়ানা থআকে। তল্লাসী পরোয়ানা হলো কোর্টের লিখিত নির্দেশনামা যার দ্বারা পুলিশকে নির্দিষ্ট বিষয়ে তল্লাসীর অনুমতি দেওয়া হয়। পরোয়ানা বিহীন তল্লাসী বন্ধ করতে গেলে আপনি

গ্রেপ্তার ও হতে পারেন কিন্তু আপনি বলতে পারেন "আমি তল্লাসীর জন্য অনুমতি দিচ্ছি না" এবং আপনি অপরাধী প্রতিরক্ষা আইনজীবিকে অথবা ত্বল্গু-কে ফোন করুন। জেনে রাখবেন যে, রুমমেট অথবা অতিথি বৈধভাবে আপনার ঘর তল্লাসী করার অনুমতি দেওয়ার যোগ্য এবং আপনার কর্মক্ষেত্রের বড় কর্তা আপনার অনুমতি ছাড়া কাজের জায়গা তল্লাসীর অনুমতি দিতে পারে।

যদি প্রতিনিধির কাছে তল্লাসীর পরোয়ানা থাকে?

আপনার উপস্থিতিতে যদি তল্লাসী করতে আসে, আপনি পরোয়ানা দেখতে চাইতে পারেন। পরোয়ানায় সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ থাকবে কোন জায়গায় তল্লাসী হবে এবং কোন মানুষ অথবা জিনিস নিয়ে যেতে হবে। আপনি যদি আইন প্রয়োগকারী সংস্থার প্রতিনিধিদের বলেন আপনি তল্লাসীর অনুমতি দিচ্ছেল না তবে তারা পরোয়ানাতে উল্লেখিত সীমার বাইরে যাবে না। আপনি জানতে চাইবেন আপনি তল্লাসী পর্যবেক্ষণ করতে পারেন কি না; আপনি প্রতিটা কর্মকর্তার নাম, ব্যাজ নম্বর, কোন সংস্থার প্রতিনিধি এবং কোথায় তল্লাসী করছে, কি কি নিচ্ছে সব লিখে রাখুন। যদি অন্য লোক উপস্থিত থাকে তবে তারা জেন ঘটনার সাক্ষী থাকতে পারে সেভাবে নজর রাখতে দিন। যদি প্রতিনিধি আপনার কাছে কোনো নথিপত্র চায়, কম্পিউটার বা অন্য কিছু নিতে চায়, ভালো করে পরোয়ানার তালিকা দেখে নিন সেখানে উল্লেখিত জিনিসের নাম আছে কি না। যদি না থাকে তবে আইনজীবির সঙ্গে কথা না বলে তাদের সে জিনিস নেওয়ার অনুমতি দেবেন না। আইনজীবির সঙ্গে কথা না বলে কোনো প্রশ্নের জবাব দেবেন না। আগে আইনজীবির সঙ্গে কথা বলুন।

বিঃ দ্রঃ যদি আইন প্রয়োগকারী সংস্থার প্রতিনিধিরা গ্রেপ্তারী পরোয়ানা নিয়ে আসে তবে তারা কেবল দ্রুত তল্লাসী করে দেখতে পারে পরোয়ানায় উল্লেখিত নামের ব্যাক্তি সেখানে উপস্থিত আছে কি না।

আমি গ্রেপ্তার হলে আমাকে কোনো প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে কি?

না। আপনি গ্রেপ্তার হলে আপনাকে কোনো প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে না। আপনি শুধু দৃঢ় ভাবে, স্পষ্ট করে জানিয়ে দেবেন, "আমার নিরব থাকার অধিকার আছে। তাৎক্ষনিক ভাবে একজান আইনজীবি চাইবেন। অন্য আর কিছু বলবেন না। যে কর্মকর্তাই আপনার সঙ্গে কথা বলতে আসুক বা প্রশ্ন করুক প্রত্যেককে বারবার জানিয়ে দেবেন আপনি নিরব থাকতে চান এবং আইনজীবির সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছুক। আপনি

কোনো প্রশ্নের জবাব দেওযার আগে অবশ্যই আইনজীবি সঙ্গে কথা বলে নেবেন।

যদি কোনোভাবে আমি সরকারী প্রতিনিধির সঙ্গে কথা বলে ফেলি তাহলে কি হবে?

আপনি যদি ইতিমধ্যে কিছু প্রশ্নের জবাব দিয়ে ফেলেন তবে আইনজীবির সঙ্গে কথা বলার পূর্ব পর্যন্ত অন্য প্রশ্নের জবাব দেওয়া থেকে বিরত থাকতে পারেন। আপনি যদি কোনো ভাবে কথা বলে ফেলেন তাৎক্ষনিক ভাবে তা বন্ধ করুন এবং নিরব থাকার দাবি জানান ও আইনজীবির সঙ্গে কথা বলরা ইচ্ছা প্রকাশ করুন।

যদি পুলিশ আমাকে রাস্তায় থামায়?

জিজ্ঞাসা করুন আপনি যেতে পারেন কি না। যদি উত্তর হয় হ্যাঁ, তবে হেটে চলে যান। যদি পুলিশ বলে আপনি গ্রেপ্তার নন, কিন্তু যেতে পারবেন না, তার মানে আপনি আটক। পুলিশ যদি আপনাকে সন্দেহ করে তবে কাপড়ের উপর হাত দিয়ে ঘষে অথবা চাপড় মেরে আপনাকে তল্লাসী করে দেখতে পারে আপনার কাছে কোনো অস্ত্র আকে কি না বা অপনি ভয়ঙ্কর কি না। এর পরও যদি তারা আরো তল্লাসী করে, তখন পরিস্কার করে বলুন, "আমি তল্লাসী করার অনুমতি দিচ্ছি না"। যদিও তারা কোনো না কোনো ভাবে তল্লাসী চালিয়েই যাবে। যদি তাই হয় বাধা দেবেন না, কারণ তাহলে আপনার বিরুদ্ধে শারিরিক আক্রমণের অভিযোগ অথবা গ্রেপ্তারের প্রতিরোধ করার অভিযোগ আনা হতে পারে। আপনাকে কোনো প্রশ্নের জবাব দিতে হবে না, আপনাকে কোনো ব্যাগ বা ব্যাগ খুলে দেখাতে হবে না। কর্মকর্তাদের বলুন, আপনি আপনার ব্যাগ বা অন্য কোনো সম্পত্তি তল্লাসী করার জন্য সম্মত নন।

যদি পুলিশ অথবা অন্য কোনো সরকারী প্রতিনিধি আমার গাড়ি থামায়?

আপনার হাতগুলো এমন জায়গায় রাখবেন যোনো তারা দেখতে পায়। আপনি যদি কোনো যানবাহন চালান, আপনাকে অবশ্যই লাইসেন্স, রেজিস্ট্রেশনের কাগজ দেখাতে হবে এবং কোনো কোনো স্টেটে ইনস্যুরেন্স-এর কাগজও দেখাতে হয়। আপনি তল্লাসীর অনুমতি দিতে হবে না। কিন্তু পুলিশ হয়তো কোনো আইন সঙ্গত কারণে আপনার গাড়ি তল্লাসী করতে পারে। পরিস্কার করে বলুন আপনি অনুমতি দিচ্ছেন না। কর্মকর্তা হয়তো চালক এবং যাত্রীদের আলাদা করে নিয়ে প্রশ্ন করতে পারে, কেউ কোনো কথার জবাব দেবেন না।

যদি পুলিশ অথবা FBI আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে?

কর্মকর্তার নাম, ব্যাজ নম্বর অথবা অন্য সনাক্তকারী তথ্য লিখে রাখুন। কর্মকর্তা সম্পর্কে জানতে চাওয়ার অধিকার আপনার আছে। দেখবেন কোনো সাক্ষী পাওয়া যায় কিনা, তাদের নাম ও ফোন নম্বর লিখে রাখুন। আপনি যদি জখম হন, তবে চিকিৎসা সাহায্য নিন এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ক্ষত জায়গার ছবি তুলে রাখুন। দ্রুত আইনজীবিকে ফোন করুন।

পুলিশ অথবা FBI তাদের প্রশ্নের জবাব না দিলে যদি গ্র্যান্ড জুরি সবপিনা দিয়ে ভয় দেখায়?

গ্র্যান্ড জুরি সবপিনা হচ্ছে কোর্টে গিয়ে আপনার প্রদত্ত তথ্যের সত্যতা প্রমাণ করার জন্য লিখিত আদেশ। এটা FBI-এর একটি প্রচলিত পন্থা যে, সবপিনা ধরিয়ে আপনাকে দিয়ে কথা বলানো। যদি তারা আপনাকে সবপিনা দিতে চায় তা যেকোনো ভাবেই দেবে। সবপিনা দিয়ে ভয় দেখালেই আপনি সেচ্ছায় কথা বলতে যাবেন না। আপনি একজন আইনজীবির পরামর্শ নিন।

আমি যদি গ্র্যান্ড জুরি সবপিনা পাই, তবে আমার কি করনিয়?

গ্র্যান্ড জুরি কার্যক্রম চালানো আর উন্মুক্ত আদালতের মামলা পরিচালনা এক রকম নয়। এক্ষেত্রে আপনি কোনো আইনজীবি উপস্থিত করতে পারবেন না (হয়ত একজন আইনজীবি হলওয়েতে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে এবং আপনি প্রতিটি প্রশ্নের জবাব দেওয়ারা আগে তার সঙ্গে পরামর্শ করে নিতে পারেন)। আপনাকে হয়ত আপনার কর্মকান্ড ও আপনার সংগঠন সম্পর্কে প্রশ্ন করতে পারে। যেহেতু এসব ক্ষেত্রে সাক্ষীর সীমিত অধিকার, সেহেতু সরকার বারবার গ্র্যান্ড জুরি সবপিনা ব্যবহার করে রাজনৈতিক কর্মকান্ড ও সংগঠন সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে। FBI-এর এটি একটি প্রচলিত পন্থা যে সবপিনার মাধ্যমে সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মীদের ভেতর থেকে তাদের রাজনৈতিক আদর্শ-উদ্দেশ্য ও কর্মকান্ড সম্পর্কে তথ্য টেনে বের করে এবং তাদেরও সঙ্গীদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে। সবপিনা বাতিল করার যথাযথ প্রেক্ষিত আছে, এবং আপনি সবপিনা পাওয়ার মানে এই নয় যে, আপনাকে অপরাধী হিসেবে সন্দেহ করা হচ্ছে। আপনি যদি কোন সবপিনা পেয়ে থাকেন তবে NLG ন্যাশনাল হটলাইনে ফোন করুন ঃ ৮৮৮-NLG-ECOL (৮৮৮-৬৫৪-৩২৬৫) অথবা একজন অপরাধী প্রতিরক্ষা আইনজীবিকে সত্তর ফোন করুন।

সরকার সব সময় সবপিনার ক্ষমতাকে ব্যবহারহ করে সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মী ও সামাজিক আন্দোলন সম্পর্কিত প্রমাণাদী সন্ধান করে। এভাবে প্রগতিশীল রাজনৈতিক ব্যাক্তিদের নিশানা বানানো হয় এবং ভয় দেখানো, জোট ভেঙ্গে দেওয়া এইসব করে চলমান আন্দোলনকে ব্যহত করা হয়।

ফেডারাল গ্র্যান্ড জুরি সবপিনা হাতে হাতে বিতরণ করা হয়। যদি আপনি একটি গ্রহণ করেন তবে একজন আইনজীবির স্মরণাপন্য হওয়া অত্যাবশ্যক। এমন একজন আইনজীবির কাছে যান, যে আপনার লক্ষ্য কি, তা বুঝতে পারবেন, আপনি যদি রাজনৈতিক কর্মী হন আপনার রজৈনৈতিক কর্মকান্ডের ধরণ বুঝবেন এবং এ বিষয়ে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন। বেশীরভাগ আইনজীবিই সব সময় অন্যের খরচে নিজের মক্কেলকে আইনগত ভাবে রক্ষা করার চেষ্টা করে। যেসব আইনজীবি চট্ করে বলে দেবে গ্র্যান্ড জুরিদের সহযোগিতা করতে, বন্ধুদের সসম্পর্কে তথ্য দিতে অথবা বন্ধুদেরও সঙ্গে এবং রাজনৈতিক কর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ বন্ধ করতে সেসব আইনজীবির কাছ থেকে সাবধান থাকবেন। জুরিদের সহযোগিতা করলে সাধারণত আপনার সঙ্গীদেরও সবপিনা পাঠানো হবে এবং তদন্তেব সম্মুখিন করবে। আপনারও মিথ্যে বলার অভিযোগে অভিযুক্ত হওয়া বা গুরুতর অপরাধের অভিযোগে অভিযুক্ত হওয়ার ঝুঁকি থেকে যায়। কারণ আপনার বিবৃতিতে কখনো না কখনো গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ বাদ পরে যেতে পারে অথবা বক্তব্যে অসঙ্গতি দেখা যেতে পারে।

জেরাকারী আপনাকে বার বার খালাস পাওয়ার লোভ দেখাবে। কারণ তারা আইনত আপনার ভাষ্য ব্যবহার করতে পারে না বা আপনার ভাষ্য ব্যবহার করে আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনতে পারে না। যদি পরবর্তীতে মামলা দায়ের করা হয় মামলাকারীকে প্রমাণ করতে হবে, সমস্ত প্রমাণাদী আপনার মুক্তিপনের সাক্ষ থেকে গৃহীত হয়েছে। সাবধান, আপনি যাই বলুন না কেন, আপনার বন্ধদের কাছে তা ব্যবহার করা হবে আপনি বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন বলে।

গ্র্যান্ড জুরির সামনে নিরব থাকার অধিকার প্রয়োগ করতে পারেন। প্রতিপক্ষ আপনাকে জোর পূর্বক খালাস দিতে পারে (সাক্ষী হওয়ার সর্তে)। যার ফলে আপনি আপনার পঞ্চম সংশোধনীর অধিকার হারাবেন এবং আদালত অবমাননা করে নিরব থাকার অপরাধে আপনার জেল হতে পারে, যদি আপনি আর কোনো প্রশ্নের জবাব দিতে না চান। গ্র্যান্ড জুরির সামনে আপনার পরামর্শের অধিকার নেই, যদিও আপনি প্রতিটি প্রশ্নের পর গ্র্যান্ড জুরি কক্ষের বাইরে আইনজীবির সঙ্গে পরামর্শ করতে পারেন।

আমি যদি গ্র্যান্ড জুরিকে সহযোগিতা না করি তাহলে কি হবে?

আপনি যদি গ্র্যান্ড জুরি সবপিনা গ্রহণ করেন এবং সহযোগিতা না করার সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন, সে ক্ষেত্রে আপনি হয়তো দেওয়ানী আদালত অবমাননার অভিযোগে অভিযুক্ত হতে পারেন। আপনাকে ততদিন আটক থাকতে হবে যতদিন বলপূর্বক আপনাকে সহযোগিতা করতে বাদ্ধ করে। সাধারণত গ্র্যান্ড জুরি চলে প্রাথমিক ৰজ্জ্ব মাস মেয়াদে, তা আবার চ্ছ্রু মাস পর্যন্ত বাড়ানো যায়। আপনি যতক্ষণ সহযোগিতা না করছেন ততক্ষণ আপনাকে আইন সঙ্গত ভাবে আটক রাখতে পারে, কিন্তু সাজা দেওয়ার জন্য আটক রাখাটা বেআইনী। কোনো কোনো ক্ষেত্রে আপনি আদালত অবমাননার দায়ে গুরুতর অপরাধী হিসেবে অভিযুক্ত হতে পারেন।

ধরা যাক আমি যুক্তরাষ্ট্রেকর নাগরিক নই আর আমাকে যদি DHS -এর মুখোমুখী হতে হয়?

বর্তমানে ইমিগ্রেশন ও ন্যাচারালাইজেশন সার্ভিস (INS) হোমল্যান্ড সিকিউরিটি'র (DHS) অঙ্গ। নতুন নামে নতুন ভাবে সাজানো হয়েছে। নীচে তার উল্লেখ করা হলো ঃ

(১) দি ব্যুরো অফ সিটিজেনশিপ এন্ড ইমিগ্রেশন সার্ভিস (BCIS)

(২) দি ব্যুরো অফ কাস্টমস এন্ড বর্ডার প্রটেকশন (CBP)

(৩) দি ব্যুরো অফ ইমিগ্রেশন এন্ড কাস্টমস্ এনফোর্সমেন্ট (ICE)

এই বই-এ সবকটা ব্যুরোকেই DHS হিসেবে উল্লেখ করা হবে।

আপনার অধিকার দাবি করুন। যদি আপনার অধিকার আপনি না চান অথবা আপনার অধিকার বাতিল হয়ে যাবার মত কাগজ পত্র স্বাক্ষর করেন, তাহলে হোমল্যান্ড সিকিউরিটি (DHS) আপনাকে আইনজীবি অথবা ইমিগ্রেশন বিচারকের দেখা পাবার আগেই বহিস্কার করে দিতে পারেন। না পড়ে বা না বুঝে অথবা স্বাক্ষর করার পরিণতি না জেনে কোনো কাগজে স্বাক্ষর করবেন না।

সম্ভব হলে আইনজীবির সঙ্গে কথা বলুন। এমন একজন আইনজীবির নাম ও ফোন নম্বর সাথে রাখুন যিনি আপনার ফোন ধরবেন। ইমিগ্রেশন আইন বোঝা শক্ত এবং অনেক সাম্প্রতিক পরিবর্তন হয়েছে। DHS আপনাকে কখনোই বিকল্প উপায়গুলি বর্ণনা করবে না। যখনই হোমল্যান্ড সিকিউরিটির সঙ্গে মোকাবেলা হবে, সাথে সাথে আপনার আইনজীবিকে ফোন করুন। যদি তাৎক্ষণিক ভাবে করতে না পারেন, তবে

চেষ্টা করতে থাকুন। যুক্তরাষ্ট্র থেকে বাইরে যাবার পূর্বে অবশ্যই আইনজীবির সঙ্গে কথা বলবেন। এমন কি কিছু বৈধ অভিবাসীকেও ফেরার সময় জেলে যেতে হয়েছে, পরিবর্তীত নতুন আইন কানুন ও DHS এর কলা কৌশলের কারণে। যারা যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক নয়, তাদের ইমিগ্রেশনের স্ট্যাটাস যাই থাকুক না কেন নিম্নোক্ত অধিকারগুলো তাদের আছে। এই আইনগুলি পরিবর্তন হয়, তাই আইনজীবির পরামর্শ নেওয়া খুব জরুরী। নিম্নোক্ত অধিকারগুলি তারাই পারে যারা নাগরিক নয় কিন্তু আমেরিকার ভিতরে অবস্থান করছে। যারা সীমান্তে আমেরিকায় ঢোকার চেষ্টা করছে তারা এই অধিকারগুলি সমান ভাবে পাবে না।

DHS-এর প্রশ্নের জবাব দেওয়ার আগে অথবা তাদের কোনো কাগজে স্বাক্ষর করার আগে একজন আইনজীবির সঙ্গে কথাবলার অধিকার আমার আছে কি ?

হ্যাঁ। যদি আপনি আটক থাকেন, তবে একজন আইনজীবি কে অথবা আপনার পরিবারকে ফোন করতে পারেন এবং হাজতে আপনি আইনজীবির সঙ্গে দেখা করতে পারেন। অভিবাসন বিচারকের সামনে যেকোনো শুনানীতে আইনজীবি সঙ্গে নেওয়ার অধিকার আপনার আছে। ইমিগ্রেশন মামলা চালানোর জন্য আপনি কোনো সরকারী আইনজীবি পাবেন না, তবে আপনি যদি গ্রেপ্তার হন ইমিগ্রেশন কর্মকর্তা আপনাকে অবশ্যই বিনা খরচে বা স্বল্প খরচে যেসব সংস্থা আইনগত সেবা দিয়ে থাকে তাদের তালিকা দেখাবে।

আমি কি আমার গ্রীন কার্ড অথবা ইমিগ্রেশনের অন্যান্য কাগজপত্র সঙ্গে রাখবো ?

আপনি যদি আমেরিকায় থাকার অনুমোদন পান তবে অবশ্যই তার কাগজপত্র সঙ্গে রাখবেন। ভুয়া অথবা মেয়াদ উত্তীর্ণ কাগজ দেখালে DHS আপনাকে বহিস্কার করতে পারে অথবা আপনার বিরুদ্ধে অপরাধ মামলা হতে পারে। মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়নি এমন গ্রীনকার্ড, Ý-৯৪, কাজ করার অনুমোদন পত্র, সীমান্ত অতিক্রম অনুমোদন পত্র অথবা অন্য যেকোনো কাগজ যা প্রমান করবে আপনি এ দেশে বৈধ, তা সঙ্গে থাকা বাঞ্ছনিয়। এর কোনটিই যদি আপনার সঙ্গে না থাকে তা আইনত দন্ডনীয় অপরাধ। আপনার ইমিগ্রেশনের প্রয়োজনীয় কাগজের কপি আপনার পরিবারের নির্ভরযোগ্য কোনো সদস্য বা কোনো বন্ধুর নিকট রাখুন, যে প্রয়োজন হলেই আপনাকে ফ্যাপ করে পাঠাতে পারবে। আপনার নির্দিষ্ট ইমিগ্রেশন পরিস্থিতি সম্পর্কে ইমিগ্রেশন আইনজীবির কাছ থেকে জেনে নিন।

আমার অভিবাসনের ইতিবৃত সম্পর্কে সরকারী কর্মকর্তার সঙ্গে আমাকে কি কথা বলতে হবে?

আপনি যদি ইমিগ্রেশনের কাগজপত্রহীন হয়ে থাকেন, অথবা আপনার বৈধতার মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গিয়ে থাকে বা বৈধ অভিবাসী (গ্রীনকার্ড ধারী) কিংবা আপনি নাগরিক আপনাকে আপনার অভিবাসনের ইতিবৃত্ত সম্পর্কে কোনো প্রশ্নের জবাব দিতে হবে না। (আপনি হয়ত আপনার নাম বলার কথা বিবেচনা করতে পারেন। বিস্তারিত জানতে পূর্বের আলোচনা দেখুন)। আপনি যদি এসবের কোনোটির মধ্যেই গণ্য না হন এবং আপনাকে যদি DHS বা FBI প্রশ্ন করে এবং তাদের চাওয়া অনুযায়ী তথ্য দিতে না পারেন তবে আপনি অভিবাসন সংক্রান্ত ঝামেলায় পড়ে যেতে পারেন। আপনার যদি আইনজীবি থেকে থাকে তবে বলতে পারেন আপনার হয়ে আপনার আইনজীবি প্রশ্নের জবাব দেবে। যদি মনে করেন আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের প্রশ্নের জবাব দিতে গেলে আপনি অপরাধী সাব্যস্ত হতে পারেন তবে তাদের সঙ্গে কথা বলতে সম্পূর্ণ অস্বিকৃতি জানান।

আমি যদি অভিবাসন আইন অমান্য করার দায়ে গ্রেপ্তার হই, তবে আমাকে বহিস্কারের আগে অভিবাসন বিচারকের সামনে বহিস্কার আদেশের বিপরীতে আত্মপক্ষ সমর্থন করে কিছু বলার অধিকার আমার আছে কি?

হ্যাঁ। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে কেবল একজন অভিবাসন বিচারকই আপনার বহিস্কার আদেশ দিতে পারেন। যদি আপনি আপনার অধিকার হারান অথবা "স্বেচ্ছা নির্বাসিন" গ্রহণ করেন, দেশ ছেড়ে যেতে সম্মত হন, তবে আপনি শুনানী ছাড়াই বহিস্কার হয়ে যেতে পারেন। আপনি যদি অপরাধী হিসেবে দন্ড পেয়ে থাকেন, সীমান্তে গ্রেপ্তার হয়ে থাকেন, যুক্তরাষ্ট্রে ভিসা প্রযোজ্য নয় প্রোগ্রামের আওতায় এতে থাকেন অথবা অতিতে বহিস্কার আদেশ পেয়ে থাকেন, আপনি শুনানী ছাড়াই বহিস্কার হয়ে যেতে পারেন। অতি সত্বর আইনজীবির সাথে যোগাযোগ করুন, দেখুন আপনার জন্য অন্য কোনো উপায় আছে কি না।

আমি গ্রেপ্তার হলে আমার দূতাবসে ফোন করতে পারি কি না?

হ্যাঁ। অ-নাগরিক যুক্তরাষ্ট্র গ্রেপ্তার হলে তার দূতাবাসে ফোন করার অধিকার তার আছে। অথবা পুলিশকে বলতে পারে তার গ্রেপ্তারের খবর দূতাবাসে পৌঁছে দিতে। যদি আপনার দূতাবাসের কর্মকর্তারা আপনার সঙ্গে কথা বলতে বা দেখা করতে চায়

পুলিশ তার ব্যবস্থা করতে বাধ্য। আপনার দূতাবাস আপনাকে আইনজীবি পেতে সাহায্য করতে পারে অথবা অন্য কোনো ভাবে সাহায্য করতে পারে। আপনারও দূতাবাসের সাহায্য প্রত্যাক্ষান করার অধিকার আছে।

আমি যদি আমার শুনানীর অধিকার ত্যাগ করি অথবা শুনানী শেষ না হতে এদেশ থেকে চলে যাই তবে কি হবে?

আপনি কিছু নির্দিষ্ট অভিবাসন সুবিধা পাওয়ার যোগ্যতা হারাতে পারেন এবং অনেক বছরের জন্য যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে আসার উপর নিষেধাজ্ঞ জারি হতে পারে। আপনি অবশ্যই আপনার শুনানীর অধিকার ত্যাগ করার আগে একজন আইনজীবির সঙ্গে কথা বলুন।

আমি যদি DHS-এর সঙ্গে যোগাযোগ করতে চাই, তবে আমার কি করনিয়?

DHS-এর সঙ্গে যোগাযোগ করার আগে অবশ্যই আইনজীবির পরামর্শ নিন। এমন কি ফোনেও যদি যোগাযোগ করতে হয়। বেশীরভাগ DHS কর্মকর্তা আইন প্রয়োগ করাটাকেই তাদের প্রাথমিক দায়িত্ব বলে বিবেচনা করে। আপনাকে আপনার বিকল্প উপায়গুলো জানাবে না।

বিমান বন্দরে আমার কি অধিকার আছে?

বিঃ দ্রঃ কেবল মাত্র একই জাতির, একই ধর্মের, একই বর্ণের, একই লিঙ্গের বা একই আদি জাতিয়তার ভিত্তিতে যদি থামায়, তল্লাসী করে অথবা অপসারন করে তা সম্পূর্ণ বেআইনী।

আমি যদি যথাযথ কাগজপত্র নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করতে চাই তবে একজন শুল্ক প্রতিনিধি (কাস্টম এজেন্ট) আমাকে থামিয়ে তল্লাসী করতে পারে কি?

হ্যাঁ। কাস্টম কর্মকর্তা প্রত্যেককে থামিয়ে বা আটক রেখে প্রতিটি জিনিস তল্লাসী করার ক্ষমতা রাখে।

আমি মেটাল ডিটেৰরের ভিতর দিয়ে নির্বিঘ্নে বেরিয়ে আমার পর আমাকে অথবা আমার ব্যাগ তল্লাসী করতে পারে? কিংবা তারপর নিরাপত্তা বাহিনী আমার ব্যাগ নিয়ে নিতে পারে কি, যদি তাতে কোনো অস্ত্র নাও থাকে?

হ্যাঁ। যদিও প্রাথমিক ভাবে স্ক্রিনারে (তল্লাসী যন্ত্রে) আপনার দেহে বা আপনার ব্যাগে সন্দেহ জনক কিছু না ধরা পরে, তবু আপনাকে বা আপনার ব্যাগ কর্মকর্তারা আবার তল্লাসী করতে পারে।

আমি যদি উড়োজাহাজে থাকি, উড়োজাহাজের কর্মী আমাকে জেরা করতে পারে? অথবা জাহাজ থেকে নেমে যেতে বলতে পারে?

একজন পাইলট যদি মনে করেন কোনো যাত্রী জাহাজের নিরাপত্তার জন্য হুমকি হতে পারে, তখন পাইলট নিতে রাজি নাও হতে পারে। পাইলটের সিদ্ধান্ত অবশ্যই যুক্তিযুক্ত হতে হবে এবং আপনাকে পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে হতে হবে, মনগড়া হলে হবে না।

আমি যদি ৰজ্জ্ব বছরের নীচে হই?

আমাকে কি প্রশ্নের জবাব দিতেই হবে?

না। ছোটদেরও নিরব থাকার অধিকার আছে। পুলিশ, প্রবেশন অফিসার বা স্কুল কর্মকর্তার সঙ্গে কথা না বলার জন্য তোমাকে গ্রেপ্তার করতে পারবে না। শুধু কিছু বিশেষ ক্ষেত্রে, যদি তোমাকে আটক রাখা হয় তবে কেবল নাম বলতে হবে।

আমি যদি আটক থাকি, তবে কি হবে?

তুমি যদি কোনো সামাজিক বন্দিশালায় বা কিশোর অপরাধী বন্দিশালায় আটক থাকো তবে তোমাকে সাধারণত বাবা-মা কোনো গার্জিয়ানের কাছে মুক্তিকালে তুলে দেওয়া হবে। যদি তোমার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ দায়ের করা হয় তবে বেশীরভাগ স্টেটেই বিনা খরচে পরামর্শ দেওয়ার ব্যাবস্থা করা হবে (বড়দের মতই)।

আমার কি স্কুলে রাজনৈতিক মতাদর্শ প্রচার করার অধিকার আছে?

সরকারী স্কুলের ছাত্রদের স্কুল গুলোতে লিফলেট বিতরণ করে, সভা আয়োজন ইত্যাদি করে রাজনৈতিক ভাবে সংগঠিত হওয়ার অধিকার দিয়েছে প্রথম সংশোধনীতে। তবে স্কুলের নিয়ম শৃঙ্খলাকে ব্যাহত করা যাবে না। তুমি তোমার রাজনৈতিক আদর্শ, জাতিয়তা বা ধর্মের কারণে আলাদা ভাবে চিহ্নিত হতে পারবে না।

আমার ব্যাকপ্যাক বা লকার তল্লাসী হতে পারে কি?

স্কুল কর্মকর্তারা বিনা পরোয়ানায় ছাত্রদের ব্যাকপ্যাক এবং লকার তল্লাসী করতে পারে। যদি যুক্তিযুক্ত ভাবে তোমাকে সন্দেহ করা হয় যে, তুমি কোনো সংগঠিত অপরাধ চক্রের সঙ্গে জড়িত। পুলিশ বা স্কুলের কর্মকর্তাদের তোমার সম্পত্তি তল্লাসী করার অনুমতি দেবে না। কিন্তু তাদের দৈহিক ভাবে বাধাও দেবে না, তাহলে তোমার বিরুদ্ধে অপরাধের অভিযোগ আনা হতে পারে।

শতর্কীকরণ

এই বইটি আইনগত পরামর্শের বিকল্প নয়। যদি FBI বা আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্য দ্বারা পরিদর্শিত হন তবে একজন আইনজীবির সঙ্গে যোগাযোগ করুন। আপনি আপনার পরিবারের সদস্য, বন্ধু, সহকর্মী এবং অন্যান্যদের সতর্ক করুন যাতে করে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার প্রতিনিধিদের সঙ্গে মোকাবেলা হবার আগেই প্রস্তুতি নিতে পারে।

হটলাইন

NLG National Hotline for Activists Contacted by the FBI

888-NLG-ECOL

(888-654-3265)

NLG National Hotline
(888) NLG - ECOL
(888) 654-3265

national lawyers guild
132 Nassau Street, Rm. 922
New York, NY 10038
www.nlg.org